সংবাদ

তারিখ 14 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

মাধ্যমিক স্কুলগুলো নিয়ম মানছে না

খাগড়াছড়িতে বেশি দামের নিম্নমানের সহপাঠ্যবই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত

প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ির মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে উচ্চমূল্য ও নিম্নমানের সহপাঠ্য বই তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে। বুক সেলফ স্টিল আলমারি, নগদ টাকা ও নানা উপঢৌকনের বিনিময়ে এ অনিয়ম করা হচ্ছে বলে পুস্তক ব্যবসায়ী, অভিভাবক ও শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন। জেলা শিক্ষা বিভাগের এক কর্মকর্তা এ ধরনের কার্যক্রম খাগড়াছড়িতে স্থায়ী অনিয়মে পরিণত হয়েছে বলে জানান।

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত, অভিভাবকদের আর্থিক সার্মথ্য ও সারাদেশে এককেন্দ্রীয় সহপাঠ্যক্রমিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড মাধ্যমিক স্কুলেগুলোতে একটি লিখিত নির্দেশনা পাঠায়। জেলা প্রশাসক, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের এ পত্র প্রেরণের মাধ্যমে বিষয়টি বাস্তবায়নের অনুরোধ জানানো হয়।

নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শুধু এনসিটিবি অনুমোদিত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের বইই সহপাঠ্যক্রমিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার কথা।

বই ব্যবসায়ী সজল কুমার দে জানান, খোদ খাগড়াছড়ি শহরের কলেজিয়েট হাইস্কুল, আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, খবং পয্যা শিশু সদনসহ বেশ ক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এনসিটিবির নির্দেশ উপেক্ষা করে সহপাঠ্য তালিকাভুক্ত করে। ঠাকুরছড়া হাইস্কুলের দরিদ্র অভিভাবক অনুরাম ত্রিপুরা জানান, টেক্সট বইয়ের চেয়ে সহপাঠ্য বইয়ের দাম বেশি ও নিম্নমানের। খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ মিজানুর রহমান এ বিষয়ে জানান, বিষয়টি জেলা পর্যায়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মনিটর করেন। এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অমরেন্দ্রনাথ চাকমা জানান, সরজমিন তদন্ত করে শিগ্‌গিরই ব্যবস্থা নেয়া হবে।